বিদেশী পাত্র চাই বিদেশী পাত্রী চাই

সৈয়দা ফারহানা

নয়াপল্টনের সরুগলিতে ৭টা গাড়ির লম্বা লাইন যানজট সৃষ্টি করেছে। এসি গাড়িতে বসে টাই-কোট পরা পাত্র আসিফ ঘামছে। কোটের পকেটে রাখা চারকোণা বাক্সটা একটু উঁচু হয়ে আছে। তাতে রাখা টরেন্টো থেকে কেনা আংটি। প্লাটিনামের উপর এক টুকরো হিরে জ্বলজ্বল করে জানান দিচ্ছে বিদেশি পাত্রের আভিজাত্য।

আসিফ বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, "অনিন্দ্য সুন্দরী পাত্রী চাই"– বিজ্ঞাপনের ভাষার চেয়েও ফর্সা সুন্দরী রিমা পারলারে তিন হাজার টাকা দিয়ে আরো ফর্সা মডেল হয়ে বসে আছে গর্বিত হবু শাশুড়ির সামনে। আজ আসিফের এনগেজমেন্ট।

লালমাটিয়ার নিউ ড্রিম ম্যারেজ মিডিয়াতে ইঞ্জিনিয়ার আসিফ যে বায়োডাটা জমা দেয় তাতে প্রথমেই লেখা ছিল স্টেটাসঃ "কানাডিয়ান বাংলাদেশি।"

নিউ ড্রিমের পরিচালক সাইফুল ইসলাম বললেন, "আসিফকে ৩০টা মেয়ে দেখালাম, তার চাই সুন্দরী মেয়ে। বিদেশে থাকতে থাকতে চারিদিকে ফর্সা সুন্দরীদের দেখে ছেলেদের চোখ খারাপ হয়ে যায়। বিদেশে সুন্দরী বউ পাশে থাকলে সম্মানও বাড়ে। তাই আসিফের মেয়ে পছন্দ হয় না, আবার যাদের সে পছন্দ করে তারা দেখে যে আসিফের ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি কিছুই নেই। তার একমাত্র যোগ্যতা বিদেশি সিটিজেনশীপ। এ যোগ্যতা ঢাকায় থাকা শিক্ষিত পরিবারের কাছে যথেষ্ট নয়। এভাবেই ৩০ নম্বরে এসে মিলে গেল।"

আসিফ তো সুন্দরী চেয়েছিল, পেয়েও গেল। অন্যরা কে কি চায়? বিজ্ঞাপন ঘেটে দেখা গেল বিদেশী সিটিজেন অবিবাহিত পাত্ররা চায় সুন্দরী, ফর্সা, লম্বা, সাংসারিকমনা, নামাজি, শিক্ষিত, ঘরবাড়ি সামাল দিতে পারে এমন কনে।

সিটিজেন পাত্রের আর এক শ্রেণী হন ৪০ উর্ধ্ব তালাকপ্রাপ্ত- যা বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে "শর্ট ডিভোর্সী"। তারা চান- বিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত, নিঃসন্তান/ বন্ধ্যা/ সন্তান থাকলে আপত্তি নেই (যদিও শেষটা কমই লেখা থাকে) এমন পাত্রী।

আরও একদল পাত্র যারা বিদেশে পড়াশুনা শেষ করে দেশে ফিরেছে বা বিদেশে চাকরি করে কিন্তু সিটিজেনশীপ পেতে অসুবিধা হচ্ছে তারা চান এমন পাত্রী যার সুবাদে নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে। সে পাত্রী তালাকপ্রাপ্ত, অসুন্দরী, বয়সে বেশি, সন্তানসহ হলেও ক্ষতি নেই; শুধু "পাত্রীর খরচে বিদেশ যেতে চাই।"

আসিফের পাকা কথা চলতে থাকুক, আমরা চলুন দেখে আসি আরেক বিয়ের অনুষ্ঠান। ফরিদপুর শহরে কলিদের বাড়িটা একটু বড়ই দেখায়। বাবার টাকা, প্রতিপত্তি যেমন আছে তেমনি কলিরও আছে এক নম্বর পাত্রী হওয়ার সকল গুণাগুণ– শিক্ষা, সৌন্দর্য, গায়ের রং, ধর্মভীরুতা, সামাজিকতা....। সেই কলির কিনা পছন্দ পাড়ার এক ছেলেকে যে যোগ্যতায় কলির উপযুক্ত নয় বলে তার পিতা-মাতা মনে করেন। কিন্তু মেয়ের পছন্দ কি করা যায়! বুদ্ধি করে ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলে এখন বিদেশ ফেরত। এটাই তার একমাত্র যোগ্যতা। 'ছেলে কি করে'- এ প্রশ্নের

উত্তর "বিদেশ থাকে"। বিদেশে কি করে তা কারো জানার প্রয়োজন নেই। ছেলের পকেটে ডলার-ইউরো আছে- এটাই যথেষ্ট।

কলিদের বাড়ির ছাদে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে অনেক ফুল ব্যবহার করা হয়েছে। অতিথিরা ভাবছে কি সৌভাগ্য নিয়েই জন্মেছে মেয়েটি, ধনী ঘরে জন্ম, বিদেশি পাত্রের সাথে বিয়ে। কলির কপালে হলুদ ছোঁয়ানো হচ্ছে।

"বিদেশী পাত্র-পাত্রী বলেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে এমন নয়" ব্যাখ্যা করলেন ঢাকার রাপা প্লাজার ঘটক পাখী ভাই। "অনেক বাবা-মা-ই বিদেশে বিয়ে দিতে ভয় পান, মেয়েটা দূরে চলে যাবে, ছেলের চরিত্র কেমন, আগে বিয়ে করেছে কিনা, যদি মেয়ে পক্ষের ঐ দেশে খোঁজ নেওয়ার মতো কেউ থাকে তবে তারা খোঁজ নিয়ে দেখে তারপর রাজি হন। আবার অনেকে বাবার বাড়িতে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করে বলে ভাবে বিদেশে গেলে যদি নিজে চাকরি করতে পারি, ভাইবোনদের দেখতে পারি– সে ক্ষেত্রে অনেক মেয়ে বয়স্ক/তালাকপ্রাপ্ত ছেলেকেও বিয়ে করে। তবে তার প্রবণতা কম।"

নিউ ড্রিম ম্যারেজ মিডিয়ার এক কর্মকর্তা বলেন "২০০৪ পর্যন্ত বিদেশি পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন দিলে প্রতিদিন একশো ফোন রিসিফ করতে হতো। এ বছরের গোড়াতে পত্রিকায় বিদেশি ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে কী কী হয়রানির স্বীকার হতে হয় নারীদের– তার উপর তদন্তমূলক রিপোর্ট আসে এবং তা সত্যও বটে। পরিপ্রেক্ষিতে এ বছর জুনের পর আমরা দেখেছি বিদেশি পাত্রের চাহিদা একেবারে নেমে গেছে, এখন ফোন আসে মাত্র দিনে দশটা।"

কলির গায়ে হলুদ পর্ব শেষ না হতে আমরা যাবো কুমিল্লায়- আরেক বিয়ের অনুষ্ঠানে। কিন্তু এখানে আয়োজনে এতো ঘাটতি কেন? গেট সাজানো হয় নি, আলোকসজ্জা নেই, বউ-এর মাথায় লাল ওড়না নেই, কপাল জোড়া টিকলি নেই, বরও পাগড়ি-শেরওয়ানি পরে আসে নি। অতিথিও তেমন নেই। ঘরের এককোণে ৩ বছরের বাচ্চাটা নানুর কোলে। বরকে দেখিয়ে নানু বললো, 'দেখ, ঐ যে তোমার আব্বু'। কাকলি চৌধুরী প্রথম বিয়ের পর দু'বছর অপেক্ষা করেছে। ভিসা পেয়ে নিউজার্সিতে পৌঁছে জানল- সে স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম স্ত্রী একই শহরে বসবাস করেন। তারপরও বাবা-মার কথা ভেবে কাকলী মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। হয় নি, আমেরিকার নাগরিকত্ব পেলেও স্বামী-সংসার পেল না কাকলী।

কাকলীর মতো পাত্রী ছাড়াও আর একদল পাত্রী আছেন, যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গেছেন বা বাবা-ভাই এর সাথে বিদেশ গেছেন– তারা বিদেশের নাগরিক, অনেকেই খুব ভাল চাকরি করেন। বিদেশি পাত্রীর ব্যাপারে ঘটক পাখী ভাই-এর সহকর্মী সুইটি বললেন, বিদেশি ছেলেরা অল্প সময়ের জন্য দেশে এসে একটা মেয়ে দেখে বিয়ে করে চলে যায়। অথচ আমাদের কাছে বিদেশি মেয়েদের বায়োডাটা জমা থাকে, দেশে থাকা তাদের পরিবার আমাদের কাছে ফোন করে পাত্র চায়। কিন্তু মেয়ে দেশে আসে না বলে পাত্রপক্ষকে দেখাতে পারি না। তাছাড়া এসব অবিবাহিতা, ধনী, শিক্ষিতা, চাকুরিরতা মেয়েরা অনেক কিছু এক সাথে চায়– ছেলে সুন্দর, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পরিবার শিক্ষিত, ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি- সব কিছু তাদের একসাথে চাই। কিছু তো একটা ছাড় দিতে হবে। তাই বিদেশি পাত্রের চেয়ে পাত্রীর বিয়ের ক্ষেত্রে সফলতা কম।

কেন বিদেশি পাত্রীরা দেশে আসতে চায় না- সেকি এই পাত্র-পাত্রী দেখা পদ্ধতির মুখোমুখি হতে চায় না? সে কি বিয়ে করতে ভয় পায়? সে কি প্রেমে পড়েছে বিদেশে? নাকি আসলেই তার চাহিদা অনেক? এসব প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়।

নিউড্রিমের কর্মকর্তা জানান, "বিদেশি মেয়েদেরকেও অনেকে বিয়ে করতে চান। তবে তার কারণটা অন্য। অনেক অবিবাহিত বেকার যুবক, দেশে কিছু করতে পারছে না, সে বিদেশে যাবার চেষ্টা করছে, যেতে পারছে না, তখন তালাকপ্রাপ্তা, সন্তানসহ বিদেশি পাত্রীকে বিয়ে করে এবং নাগরিকত্ব, সম্পত্তি পাবার পর সে ছেলেটি বিদেশি বউকে তালাক দেয়, দেশে ফিরে বিয়ের কথা গোপন করে নতুন করে ঘর-সংসার পাতে।"

একসময় প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশি অভিবাসীরা মেয়ের ১৪/১৫ বছর হলেই দেশি ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দিত। ছেলেকে হয়ত একটা ব্যবসা ধরিয়ে দিল। মেয়েকে বিদেশি রীতিতে প্রেম করা থেকে বিরত রাখতে পারল এটা ভেবে স্বস্তি পেত। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে এসব বিয়ে অনেক ক্ষেত্রে টেকে নি বা সংসার সুখের হয় নি। তাই এখনকার প্রবাসী বাংলাদেশিরা এত অল্প বয়সে মেয়েদের জোর করে অশিক্ষিত ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চায় না।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিয়ের অনুষ্ঠান করেন দুটো, একটা দেশের আত্মীয়-স্বজনকে দেখানোর জন্য অন্যটা বিদেশে। প্রচুর টাকা খরচ করেন। সিলেট শহরে প্রবাসীদের তৈরি কিছু বাড়ি আছে যেগুলো ভাড়া দেওয়া হয় বিয়ের জন্য। প্রবাসী বাংলাদেশিরা যাদের দেশে বাড়ি নেই তারা এসব বাড়িতে থেকে আনন্দ-ফূর্তি করে বিয়ে দেন ছেলে বা মেয়ের। হিন্দি ছবির বিয়ের মতো জাঁকজমক, নাচ-গানে ভরপুর থাকে এসব বিয়ের অনুষ্ঠান।

কাকলীর বিয়েতে জাঁকজমক না থাকলেও বিশ্বাস ও ভালবাসায় ভরে থাকুক ওর বাকিটা জীবন- এই কামনা করে আমরা যাব ফরিদপুরের দিকে।

মধুখালীর গ্রামের বাড়ির উঠোনে একটা বড় সামিয়ানা টানানো হয়েছে। তার নিচে অতিথিরা খেতে বসেছে। ঘরের ভিতরে নতুন খাটে বসে আছে ১৭ বছরের বউ। তার গা জুড়ে ঝলমল করছে গয়না। দশ ভরি গয়না। পাঁচভরি সোহেল এনেছে দুবাই থেকে আর পাঁচ ভরি বউ এনেছে বাপের বাড়ি থেকে, আরো এনেছে নগদ দুই লক্ষ টাকা ও আসবাবপত্র। দুই লক্ষ টাকা খরচ করে সোহেল গিয়েছিল দুবাই, সেখানে ক্লিনিকে চাকরি করে, কি চাকরি তা জানা যায় না; দেশে ফিরেছে বিয়ে করবে বলে। ঘটক, আত্মীয়-স্বজন প্রতিদিন সুন্দরী পাত্রীর খোঁজ দেয়, এত সুন্দরী কোথায় ছিল আগে। দেশে কি সুন্দরীদের হাইব্রীড হচ্ছে! শেষমেষ এই বউ-এর বাবার সাথেই দর কষাকষিতে জিতল সোহেল। বউ-এর বাবাও ভাবলেন টাকা যাক কিন্তু বিদেশি পাত্র তো পাওয়া গেল!

শহরের বড় বড় পরিবারেও এমন হয়, সেখানেও বিদেশি পাত্রকে উপহারের ছদ্মবেশে যৌতুক দেওয়া হয়। আর বিদেশি পাত্রীরা নিজেই যৌতুক উপার্জন করে আনে বিদেশ থেকে।

সোহেলের কালই ফেরত যেতে হবে ঢাকা। ছ'দিন বাদে ফিরতে হবে দুবাই। নতুন বউকে ফেলে রেখে আবার ব্যাচেলর জীবন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলাতে অদক্ষ, সেমি-দক্ষ শ্রমিকদের বউ নিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় না। সোহেলের নববধূর মন খারাপ। সেটাই স্বাভাবিক। পোলাও-বিরিয়ানি, দই-মিষ্টি অনেক খাওয়া হলো। নব দম্পত্তির অপেক্ষার প্রহর সংক্ষিপ্ত হোক– এই কামনায় চলুন ফিরে যাই আমাদের প্রতিদিনের জীবনে।